ইতিহাসের মনোরথ

কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ইতিহাসের ম্যাগাজিন

(২০২২-২০২৩)

তত্ত্বাবধায়কঃ

ইতিহাস বিভাগ, কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের পক্ষ থেকে

অধ্যাপক বিবেকানন্দ হালদার

অধ্যাপক তপোবন ভট্টাচার্য্য,

অধ্যাপক আকতাব-উদ্দিন শেখ

তেভাগা আন্দোলন

(১৯৪৬ - ১৯৪৭)

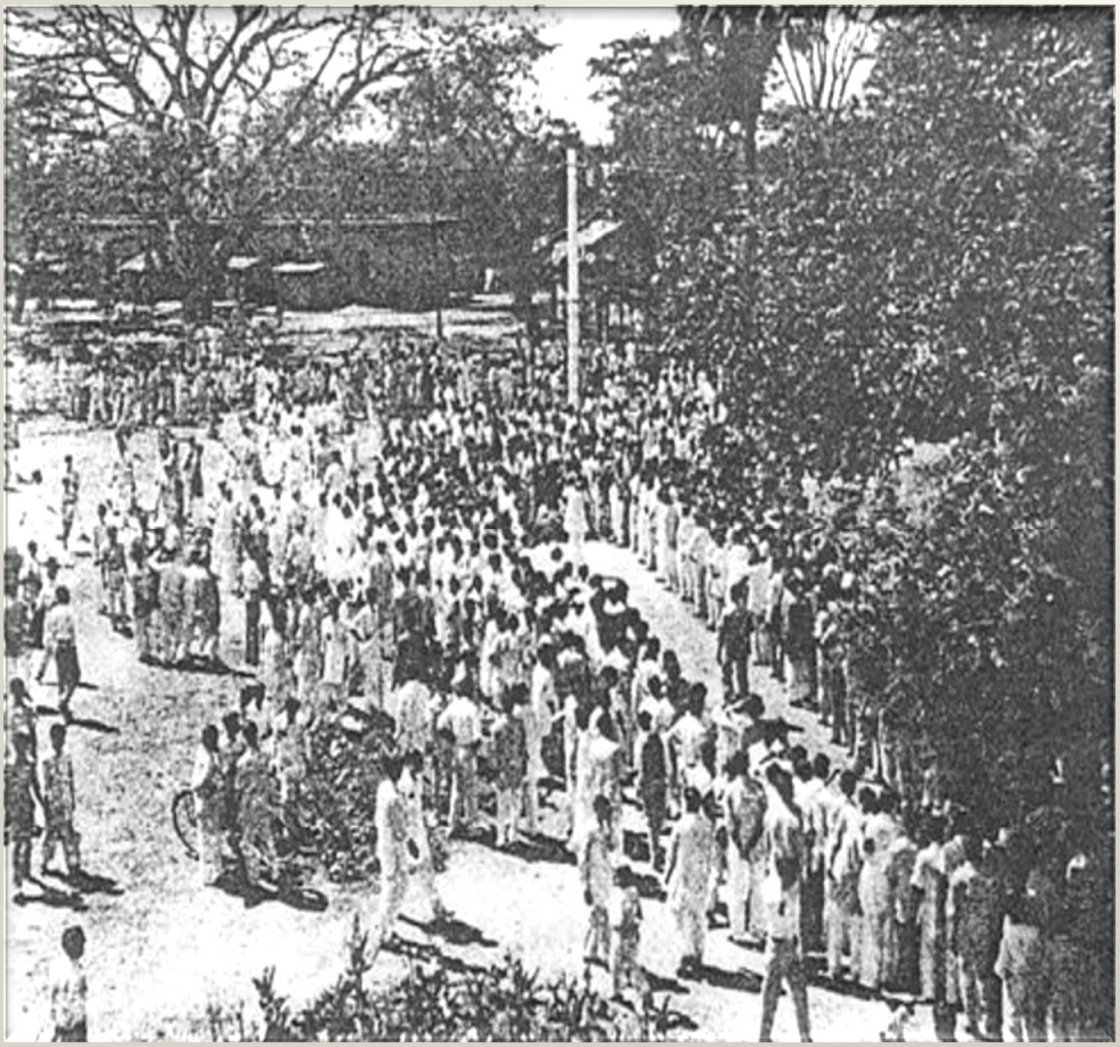

তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৪৭)

তেভাগা আন্দোলন কৃষি উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে সংগঠিত বর্গাচাষিদের আন্দোলন। তেভাগা শব্দের আভিধানিক অর্থ ফসলের তিন অংশ। প্রচলিত অর্থে ভাগচাষি তাদের ভাগচাষের অধিকারস্বরূপ উৎপাদনের সমান অংশ বা দুই ভাগের এক ভাগ পাওয়ার অধিকারী। ভূমি নিয়ন্ত্রণের শর্তাদি অনুযায়ী শস্য ভাগাভাগির বিভিন্ন পদ্ধতি বর্গা, আধি, ভাগি ইত্যাদি নামে পরিচিত। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভূমিমালিক এবং ভাগচাষিদের মধ্যে উৎপাদিত শস্য সমান দুই ভাগ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে বর্গাদাররা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৬ সালে আমন ধান উৎপাদনের সময়কালে বাংলার উত্তর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের কিছুসংখ্যক ভাগচাষি এবং তাদের সমর্থক নিজেদের উৎপাদিত ফসল কাটতে নিজেরাই মাঠে নামে, এমনকি নিজেদের খলানে তা ভানতে নিয়ে যায়। দুটি কারণে এটি বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত। প্রথমত, তারা দাবি করে যে, অর্ধেক ভাগাভাগির পদ্ধতি অন্যায়। উৎপাদনে যাবতীয় শ্রম এবং অন্যান্য বিনিয়োগ করে বর্গাচাষি; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ, শ্রম এবং অবকাঠামোতে ভূমি মালিকের অংশগ্রহণ থাকে অতি নগণ্য। এ কারণে, মালিকরা পাবেন ফসলের অর্ধেক নয়, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয়ত, বর্গাচাষিরা দাবি করেন যে উৎপাদিত শস্যের সংগ্রহ মালিকদের খলানে রাখা এবং সেখান থেকে সমান সমান খড় ভাগাভাগি করার নিয়ম আর মান্য করা হবে না, সংগৃহীত ফসল থাকবে বর্গচাষিদের বাড়িতে এবং ভূমিমালিক খড়ের কোনো ভাগ পাবেন না।

তেভাগা আন্দোলনের অগ্রবর্তী ধাপ হিসেবে কৃষকরা কোনো কোনো এলাকাকে তেভাগা এলাকা বা ভূস্বামী মুক্ত ভূমি হিসেবে ঘোষণা করে এবং তেভাগা কমিটি স্থানীয়ভাবে সেসব এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তেভাগা আন্দোলনের চাপে অনেক ভূস্বামী তেভাগা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেন এবং তাদের সাথে আপস করেন। যশোর, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি তেভাগা এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত তেভাগা এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় মেদিনীপুর এবং চবিবশ পরগনা। এ সকল ঘটনায় সরকার প্রাথমিকভাবে ১৯৪৭ সালে বিধানসভায় একটি বিল উত্থাপনে প্রণোদিত হয়। বিলটি কৃষকদের মধ্যে বিরাজমান অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে বর্গা প্রথা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু সমকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনা সরকারকে বর্গা আইন অনুমোদনে অসুবিধায় ফেলে। দেশবিভাগ এবং নতুন সরকারের অঙ্গীকার এ আন্দোলনকে সাময়িকভাবে স্থবির করে দেয়।

এই আন্দোলনে বামপন্থীরা সবথেকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। তবে এক কথায় আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আন্দোলন চলেছিল পাঁচ বছর। কৃষকের দুর্বার সংগ্রামের বিপ্রতীপে জমিদারের বাহিনী ও প্রথম দিকে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী ও পরের দিকে স্বাধীন দেশের সরকারের পুলিশ বাহিনীর আক্রমণে সারা বাংলায় আশিজন কৃষক শহীদ হন। তার মধ্যে বাংলার শস্যভাণ্ডার বলে খ্যাত এক দিনাজপুরেই শহীদ হন চল্লিশ জন। তেভাগা আন্দোলন ছিল উত্তুঙ্গ শ্রেণি চেতনায় ভাস্বর একটি ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন। মুসলমান, আদিবাসী, নমঃশূদ্র গোত্রের ষাট লাখ কৃষক এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে অংশ নেয়। জোতদার, পুলিশ তথা রাষ্ট্রীয় কোনো নিপীড়ন তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। তেভাগা আদায় করে ছাড়ে চাষিরা। আন্দোলনের তুমুল প্রত্যয়ী চেহারা, ত্যাগস্বীকার ও শ্রেণিচেতনা উপজীব্য হয়ে ওঠে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য স্রষ্টাদের। তাঁরা অসংখ্য অমর সৃষ্টি রচনা করেছেন এই আন্দোলনকে ঘিরে। খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই আলোচনা তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই নিবন্ধের অবতারণা।গণসংস্কৃতিতে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক।
এই স্বাভাবিকতায় ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের নানা দিক ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সৃষ্টিতে। এর মধ্যে রয়েছে ছোটো গল্প, কবিতা, গান, চলচ্চিত্র, রিপোর্টার্জ ইত্যাদি। বিশিষ্ট মনস্বী গোপাল হালদার ওই সময়ের কালজয়ী সৃষ্টির কথাকে গণনায় রেখে একে আখ্যায়িত করেছেন মার্কসবাদী রেনেসাঁ নামে।

সংকলকঃ **দীপঙ্কর সর্দার, দ্বিতীয় বর্ষ**